বিশ্বের প্রথম কোম্পানি হিসেবে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারমূল্য স্পর্শ করেছে Nvidia

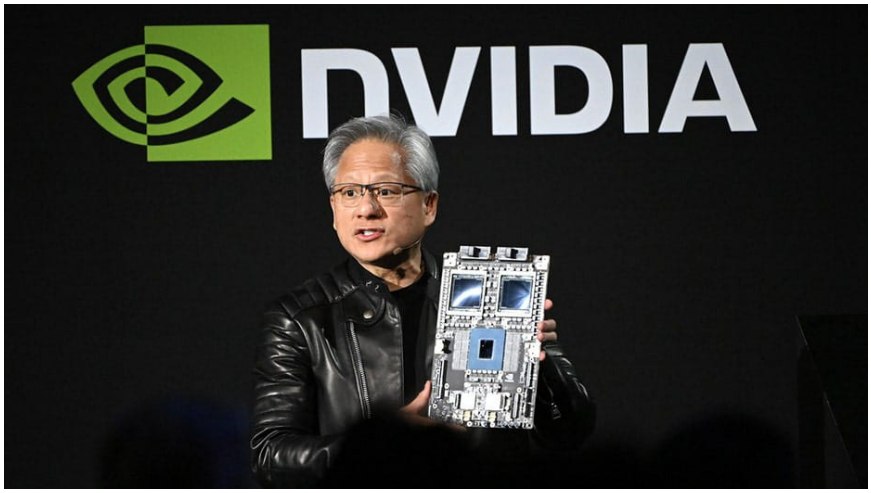

সংগৃহীত ছবি

বিশ্ব প্রযুক্তি বাজারে নতুন এক ইতিহাস গড়েছে মার্কিন চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তারা প্রথম কোম্পানি হিসেবে ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারমূল্য (মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন) স্পর্শ করে, যা তাদের প্রযুক্তি বিশ্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছে দেয়।

এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চিপের চাহিদা, যা এনভিডিয়াকে প্রযুক্তি দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী কোম্পানিগুলোর একটিতে পরিণত করেছে। মাইক্রোসফট, অ্যাপল, অ্যামাজনসহ নানা বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তাদের এআই মডেল চালাতে এনভিডিয়ার তৈরি জিপিইউ ব্যবহার করে আসছে। ফলে, AI বিপ্লবের নেতৃত্বে এখন কার্যত এনভিডিয়াই শীর্ষে।

মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে এনভিডিয়ার শেয়ারপ্রতি মূল্য প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় এক বিস্ময়কর উত্থান। কোম্পানিটির সর্বশেষ আয়ে দেখা যায়, প্রথম প্রান্তিকে তাদের রাজস্ব ৪৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং বাৎসরিক মুনাফা ৭৪ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। বিনিয়োগকারীদের আস্থা, বাজারে চাহিদা এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সমন্বয়েই এনভিডিয়া আজ এই অবস্থানে।

তবে বিশ্লেষকেরা সতর্ক করছেন যে, এই দ্রুত প্রবৃদ্ধির পেছনে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে প্রযুক্তি রপ্তানি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছে, তা এনভিডিয়ার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। একইসঙ্গে, AMD ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান এআই চিপ উৎপাদনে জোর দিচ্ছে, যা প্রতিযোগিতা আরও বাড়িয়ে তুলবে।

এনভিডিয়ার বর্তমান সিইও ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াং এই সাফল্যের নেপথ্য নায়ক। তার দূরদর্শিতা, পণ্যের মান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার কারণে কোম্পানিটি শুধু হার্ডওয়্যার উৎপাদনে নয়, বরং একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তি শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের এই মাইলফলক প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতের প্রযুক্তির মূল চাবিকাঠি হতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তার পেছনের শক্তি—এনভিডিয়ার মত প্রতিষ্ঠান